হিন্দুস্তানে ইসলামের বিজয়ের কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ

সমাজে সঠিক চেতনা সৃষ্টি করা

হিন্দুস্তান উপমহাদেশে ইসলামের বিজয়ের জন্য কিছু কার্যকরী পদক্ষেপের পরিকল্পনার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার পর অনুভব হচ্ছে যে, সেই সময় বেশি দূরে নয় যখন দক্ষিন এশিয়ার মধ্যে ইসলাম বিজয়ী হবে, বিশেষ করে মাজলুম মুসলমানরা মুক্তি পাবে। সে সময়টাকে নিকটবর্তী করার জন্যে আমরা কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করব ইংশাআল্লাহ।

১/ সঠিক চেতনা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা।

সঠিক অনুভূতি তাদের মধ্যে তৈরি করার ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় উদ্ধ্যেশ্য।

(এক) এ ভূখন্ডের বসবাসকারী প্রত্যেকটা মুসলমান উম্মাহর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করবে, এবং সেগুলোকে নিজের বাস্তব জীবনে বুঝার চেষ্টা করবে। উপমহাদেশের প্রত্যেকটা মুসলমানের এটা ভালো করে জানা থাকা উচিত যে,

এই ভূখন্ড এবং বসবাসকারী মুসলমানরা আজ এক নতুন জায়ানবাদী, ক্রুসেড ও হিন্দুত্ববাদী যুদ্ধের মুখোমুখি অবস্থান করছে। যা বিশ্ব ব্যপি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধেরই একটা অংশ। এবং ইহাও ভাল করে জানা উচিত যে, এই উপমহাদেশের কোন একটি রাষ্ট্রও ইসলামী রাষ্ট্র নয়। শুধু সাংবিধানিক দৃষ্টিতেইই নয়, এবং বাস্তবিক কার্যক্রমের ভিত্তিতেও ইসলামী নয়। এবং এই বাস্তবতা অনুধাবন করার পর ফলাফল এটাও বের হবে যে, নির্বাচন বা রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়ে ক্ষমতার পালা বদলের মাধ্যেম ইসলামী হুকুমাত ফিরে আসবে না। কারণ প্রথমে সেই ভিত্তিকেই (গণতন্ত্র) নির্মূল করতে হবে। যার উপর এই ভূখন্ডের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। কেননা ইহাই ইসলামের ধ্বংশকারী।

তাই সর্বপ্রথম এই দাওয়াত নিয়েই দাঁড়ানো আবশ্যক যে, বাংলাদেশ সহ সকল ভুখন্ডে শরিয়াতের বিধি-বিধানই প্রতিষ্ঠিত হবে। যা হবে সমস্ত পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে মুক্ত। তাতে কোন কিছু বাতিল বা বাদ দেয়া সম্ভব নয়। এবং এই সংবিধানের জন্য জনগণের ভোটেরও কোন প্রয়োজন নেই। বরং ইহা অধিকাংশের গ্রহন-বর্জন এবং সমস্ত মানব-রচিত সংবধান ও নিয়মের থেকে পবিত্র। যে ফায়সালা ইহার বিপরীত হবে, মৌলিক ভাবেই তা বাতিল বলে গন্য হবে। এই বিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এমন মৌলিক নিতিমালা বাস্তবায়ন করবে যার মধ্যে কোন ধরনের বিরোধীতা করা সম্ভব নয়। বরং এই আইনগূলো রাস্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে সমস্ত বিধি-নিষেধের উপর বিজয়ী থাকবে। এবং শরিয়াহ এর এই আল্লাহ প্রদত্ব বিধানগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে সকল কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক, তা সবই গ্রহন করতে হবে। সাথে সাথে ইহার জন্যে উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনের দায়ীদের থেকেও পরামর্শ নেয়া উচিত হবে।

এমনি ভাবে উপমহাদের মুসলমানদেরকে ইহাও ভাল ভাবে বুঝতে হবে যে, ইসলামী হুকুমাত বাস্তবায়ন ধর্মনিরপেক্ষ, সেকুলার এবং শরিয়াতের বিরোধীতাকারী ব্যক্তিরা কখনই পারবে না। বরং এই ফরজ তো ঐ ব্যাক্তিদের হাতেই বাস্তবায়িত হবে, যারা ইসলাম, নেক বন্দেগী, আমানত এবং তাক্বওয়ার গুণাবলীতে পরিপূর্ণ গুণান্নিত হবে। কারণ আল্লাহর দ্বীনের বাস্তবায়ন তো একটি ইবাদাত এবং বড় একটি আমানত। যাকে আদায় করা শুধু ঐ ব্যাক্তিদের পক্ষেই সম্ভব যে মুখলিস ও পূর্ন শরিয়াতের অনুসারী। কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যাক্তিরা যাদের কথা বলার; যাদের কথা বলার জন্যে ইসলাম বা শরিয়াতের অনুযায়ী হওয়া শর্ত থাকে না, বরং স্পষ্ট ভাবে বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারার গ্রহন করে, তাদেরকে এই ভূখন্ডে ইসলামী শাষন বাস্তবায়নের জিম্মাদারি দেয়ার চিন্তাই বা কি ভাবে করা যায়?

এই বিষয়টা বাস্তবায়নের জন্য জরুরী হচ্ছে, দ্বীনী ও শরয়ী ইলম শিক্ষা দানকারী মাদ্রাসা সমূহে এমন নিসাব প্রণয়ন করা যার মাধ্যমে শিক্ষা সমাপ্তকারী উলামায়ে কেরামগণ কাজী ওকিল এবং ইসলামী বিধিবিধানে দক্ষ হয়ে শরয়ী বিচারালয়, শরয়ী ওকালাত, গবেষণা ও ফতোয়া প্রদান এবং বিচার কার্যের সাথে সম্পর্কিত সকল কিছুই আঞ্জাম দিতে পারবেন।

প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যাক্তিই এখানে একটি প্রশ্ন তোলবে যে, এই সবগুলোই কি মৌলিক পরিবর্তন এবং সর্বোচ্চ বিপ্লবী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা ছাড়াই কি সম্ভব হবে?

ইতিহাসের পাঠ থেকে জানা যায় যে, যখন মানুষের সমাজে এবং গোত্রের মধ্যে সমস্যা একেবারে গোড়া পর্যন্ত পৌছে যায় এবং এলাকার সর্বক্ষেত্রেই ফাসাদ ছড়িয়ে পরে, তাহলে সামগ্রিক ভাবে বড় কোন বিপ্লব সংঘঠিত হওয়া ছাড়া অবস্থার সংশোধন সম্ভব হয় না।

উম্মাহর এই কঠিন মুহুর্তে এমন কোন বিষয় কি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যার ফলে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়াই বিশ্বব্যাপী ক্রুসেডার শক্তিগুলো এবং তাদের বন্ধু ত্বাগুত সরকারগুলো কি গ্রেফতার হওয়া মুসলিমদেরকে ছেড়ে দিবে? এবং তাদেরকে হটানোর জন্যে বড় কোন শক্তিশালী আক্রমন বা প্রতিরোধের প্রয়োজন পড়বে না ?!!!

দ্বিতীয়ত: এসমস্ত চেতনা ও অনুভূতি সমাজে ব্যপক ভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। যাতে করে উদ্দ্যেশিত পরিবর্তন আনার জন্য একটি গণবিপ্লব বাস্তবায়িত হয়। যাহা হবে শরিয়াতের গভীর ইলম ও বর্তমান সময়ের বাস্তবতা বুঝের সঠিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং তা অন্যান্য আন্দোলনরত দলের মত প্রেস কনফারেন্স বা রাজনৈতিক মঞ্চসমূহের মাটি আচড়িয়ে বেড়াবে না।

জিহাদী সংঘঠনকে সাহায্য সহযোগিতা করা

ক্রুসেডার শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে বর্তমানে প্রত্যেকটি জিহাদী সংঘঠনকে সাহায্য সহযোগিতা করা মুসলমানদের উপর আবশ্যক। যারা ইসলামের জন্য বিশ্বব্যাপী ক্রুসেডার শক্তিগুলোর বিরোদ্ধে যুদ্ধ করছে। বিশেষ করে হিন্দুস্তান আফগানিস্তানে আমেরিকান ক্রুসেডার শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। দ্বীন রক্ষা জন্য জান প্রান ব্যয় করছে। এ ধরনের সংঘটনকে সাহায্য সহযোগীতা করা দু কারনে আবশ্যক।

প্রথমত: পূরা হিন্দুস্তান থেকে ক্রুসেডীয় আক্রমণককে প্রতিহত করা এই ভূখন্ডের প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজে আইন। এটা হলো সুস্পষ্ট, যা প্রচার প্রসার করা খুবই গুরুত্বপূর্ন।

আশির দশকে পাকিস্তানের অনেক ওলামায়ে কেরাম এই ফতওয়া দিয়েছেন যে, হিন্দুস্তান এবং খুরাসানের সকল মুসলামনদের উপর আফগানিস্তানের জিহাদে শরীক হওয়া ফরজে আইন। এবং প্রয়জনের ভিত্তিতে এই ফরজিয়াত পর্যায়ক্রমে সকল উম্মাতের উপর বর্তাবে।

যদি কাল ইংরেজ বাহীনি আক্রমন করার কারনে জিহাদ ফরজ হয়ে থাকে তাহলে আজ ক্রুসেড ও হিন্দুত্ববাদী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে কিসের পার্থক্য থাকতে পারে??!!!

বিশেষত: যখন এই যুদ্ধ পালাক্রমে অতিমাত্রায় বাড়তে শুরু করেছে। তখন শুধু আফগান, কাশ্মীর বা আরাকানে আক্রমণ করত, এখন তারা সব স্থানেই আক্রমন করিছে, বিষেশ করে বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাবে আক্রমন চালাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত: এ কথা আজ কারো নিকট গোপন নয় যে, আজ বাংলাদেশে কার্যত ভারতের হুকুমত বিজয়ী আর এই ভারত তার নিকৃষ্টতম বিধি-বিধান দ্বারা এদেশের দ্বীনি কার্যক্রমকে দমন করছে। এ কারনে যতক্ষন পর্যন্ত ভারত বা আমেরিকাকে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে নির্মুল করা না হবে ততদিন পর্যন্ত এদেশের মুসলমানদের সফলতা অর্জিত হবে না।।

শরিয়াহ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা সমূহকে শক্তিশালী করা

সত্যবাদিতা ও আমানতের গুনে গুণান্বিত সমস্ত প্রত্যেক সৎ গ্রুপ ও জামাতকে প্রত্যেক সম্ভাব্য পদ্ধতিতে শক্তিশালী করতে হবে। যারা নিজের এলাকায় শরিয়াহ বাস্তবায়নের চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। এই সমস্ত জামতকে পূর্ন সাহায্য করতে হবে, যাতে তার প্রভাব এবং ফায়দা চারদিকে ছড়িয়ে পরে। যাতে তাদের বিরোদ্ধে চাপিয়ে দেয়া ধ্বংসকারী যুদ্ধে ব্যপক ভাবে প্রতিরোধ করতে পারে।

দ্বীনের সকল শাখা-প্রশাখার দিকে দাওয়াত এবং সাধারণ লোকদেরকে দ্বীনী ভাবে গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব দেয়া।

দ্বীনের দাওয়াত এবং স্বাধারন লোকদেরকে এমন পদ্ধতিতে গড়ে তোলতে হবে, যাতে করে তারা আকীদা, জীবন পরিচালনা এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সমস্ত ভুল কাজ থেকে নিজের আচলকে ঝেড়ে নিজেকে শরয়ী শিষ্টাচার, আখলাক এবং ইসলামী আকীদা ও বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমে সজ্জিত করে তোলবে। সুতরাং সকল মুসলমানের সামনে ইহা স্পষ্ট করে দিতে হবে যে, বর্তমান দ্বীন প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমে নিজের শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী দ্বায়িত নেয়া এবং তা আদায় করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ।

বিশেষ করে দ্বীনের দায়ীদের মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে যে, উম্মাতের গাদ্দার এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ছড়ানো নষ্টামি, অশ্লিলতা, জুলুম এবং বিষ্চ্যুতি প্রতিরোধে দৃঢ় ভাবে দাঁড়ানো তাদের জন্য বিশেষ ভাবে ফরজ। এই দ্বীনের দায়ীদের আরো জিম্মাদারি হচ্ছে, জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের চেতনা জাগিয়ে তোলা এবং তাদেরকে বুঝাবে যে, এটা সর্বোত্তম জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

যেমনটা নবী কারীম আলাইহিস সালাম বলেছেন:

" افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر "

((সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে অত্যাচারী শাষকের সামনে হাক্ব কথা বলা))

تفسيرابن كثير، المائدة الاٰيات ٧٨ الى ٨١-٨٥/٢، المستدرک على الصحيحين-كتاب الفتن والملاحم، حديث رقم ٤٣٨٥- ٥٥١/٤،مجمع الزوائد-باب الكلام بالحق عندالحكام٢٧٢/٧، سنن أبى داؤد-كتاب الملاحم،باب الأمر والنهى،حديث رقم:٤٣٤٣،١٢٤/٤،سنن ابن ماجه-كتاب الفتن،باب الأمر بامعروف والنهى عن المنكر،هديث رقم:٤٠١١و ١٣٢٩/٢،٤٠١٢، مسند أحمد-مسندأبى سعيد الخدرى، حديث رقم١١١٥٩،١٩/٣،مسند الحميدى-الجزء السابع أهاديث أبى سعيد الخدرى،حديث رقم٧٥٢،٣٣١/٢،مسندأبى يعلى-مسندأبى سعيد الخدرى،حديث رقم ١١٠١،٣٥٣،٣٥٢/٢،مسند ابن الجعد-حماد بن سلمة،حديث رقم:٣٣٢٦ ،٤٨٠/١ ،مسند عبد بن حميد-من مسندأبى سعيد الخدرى، حديث رقم٨٦٤ ٣٣١/٢،المعجم الكبير للطبرانى-ماأسند أبوأمامة،من روى عن أبى أمامة من أهل البصرة، حديث رقم:٨٠٨٠و٨٠٨١، ٢٨٣،٢٨١/٨،مسندالشهاب-أفضل الجهاد كلمة حق عندأمير جائر،حديث رقم:١٢٨٦و ١٢٨٨ ،٤٢٨،٤٢٧/٢،شعب الايمان- الثانى والخمسون من

شعب الايمان وهو باب فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر،٩٣/٦ والسابع والخمسون من شعب الايمان وهو باب فی حسن الخلق، فصل فی ترک الغضب وکظم الغیظ والعفو عندالقدرة،حدیث رقم:٨٢٨٩، ٣٠٩/٦، ٣١٠،التمهید لابن عبدالبر ٢٨٦/٢١

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے "حسن غریب "ہے-

سنن الترمذی-کتاب الفتن، باب ماجاء أفضل الجهاد کلمة عدل عند سلطان جائر،هدیث رقم ٢١٧٤-٤٧١/٤،کشف الخفاء، هرف الهمزة، حرف الهمزة مع الفاء،حدیث رقم:٤٥٧،١٧٣/١

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ

হিন্দুস্তানে বসবাসকারী প্রত্যেক অঞ্চলের আত্মমর্যাদাশীল মুসলমানকে এই বাস্তবতা ভাল ভাবে বুঝতে হবে যে, শরিয়াহ বাস্তবায়ন, বাস্তবিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, সৎ এবং আমানতদার নেতৃত্বের প্রকাশ, ইসলামের সঠিক দাওয়াতের মেহনাত এবং ঈমানী মহাব্বত ও পারস্পরিক সহযোগীতার ভিত্তিতে পবিত্র সমাজ, নিষ্কুলসতা ও পবিত্রতাকে হিফাজতকারী দৃঢ় মুসলিম সংসার এবং সৎ মুসলিম ব্যক্তি গড়ে উঠা ..... এই সবগুলোই না জিহাদ ফি সাবিল্লাহর ছাড়া বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব, আর না জিহাদ ছাড়া এগুলো বাকী থাকা ও অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব। আল্লাহ তায়ালাই বলে দিচ্ছেনঃ

وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়। (বাকারা- ২৫১)

সমস্ত প্রসংসা আল্লাহ তায়ালার এবং দূরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী আলাইহিস সালামের উপর।